নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং- ১৬৫/২০০৬

মোঃ সেলিম

----- দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

----- প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত

----- দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----- রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে।

শুনানীর ও রায় প্রদানের তারিখঃ ১৬.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোপলিটন ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১১৫৭/০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.১১.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মোঃ আশেক মোমিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মোঃ আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা কর্তৃক তেজগাঁও থানার মামলা নং- ৩৫(১০)১৯৯২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০১.১৯৯৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো।

ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট আঃ জলিল এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, গত ১৪/১০/৯২ ইং তারিখে সন্ধ্যা ১৯.০০ টার সময় তেজগাঁও

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পলিটেকনিক কলেজ এর নিকট সাতরাস্তা মহাখালী সড়কে একটি মিনিবাস নং ঢাকা মেট্রো-জ-০২-৫৪০৭ ও একটি বেবী টেক্সী ঢাকা মেট্রো -থ-০২-০৪১০ এর মধ্যে একটি সড়ক দুর্ঘটনা হয়। বাসটি দ্রুত গতিতে ও বেপরোয়াভাবে চালিত হয়ে বেবী টেক্সি ধাক্কা দেয়। এতে বেবী চালকসহ যাত্রীরা আহত হয়। বেবী টেক্সি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যাত্রী আবুল হোসেন ও বেবী চালক মেডিকেল হাসপাতলে ভর্তি হয়। মিনিবাস চালক পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে আসে এবং রেকারের সাহায্যে মিনিবাসটি ও বেবী টেক্সি তেজগাঁও থানায় নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। *উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে নিয়মিত মামলা রুজু হয় এবং একজন তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োজিত হয়। তদন্তকালে হাসপাতালে (অপাঠ্য) ও চিকিৎসাধীন বেবী চালক মৃত্যুবরণ করে। তদন্ত শেষে মিনিবাস চালক সেলিম এর বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মকর্তা চার্জসীট দাখিল করেন।* *আসামী সেলিম জামিনে গিয়ে পলাতক হওয়ায় তার বক্তব্য জানা যায়নি। তার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়। সরকার পক্ষের সংক্ষিপ্ত মামলায় বর্ণিত ঘটনার অনুরূপঃ* *দুই নং সাক্ষী এস, আই আবু আশরাফ এই মামলার একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা তিনি জবানবন্দীতে বলেন যে. মামলাটি রুজু হবার পর এস, আই শফিকুল প্রথমে তদন্ত করেন। উক্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অংকন করেন, আলামত হিসাবে মিনিবাসটি ও বেবী টেক্সি জব্দ করেন। সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দী রেকর্ড করেন। গাড়ী দুটো মোটরযান পরিদর্শককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। এরপর মিনিবাস ও বেবীটেক্সি মালিকের জিম্মায় দেন। উক্ত কর্মকর্তা বদলী হয়ে যাবার কারণে তিনি এই মামলায় অবশিষ্ট তদন্তভার গ্রহণ করেন। তিনি দুর্ঘটনায় মৃত বেবী চালকের (কলিমউদ্দিনের) ময়না তদন্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। সুতরহাল প্রতিবেদন এবং মৃত্যুর সনদপত্র পর্যালোচনা করে। তদন্ত শেষে আসামী সেলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।* ***<u>বিচার্য বিষয়:</u>*** *১। আসামী সেলিম বেপরোয়া ও জনজীবনের জন্য বিপদজনক গতিতে মিনিবাস চালিয়েছিল কিনা;* *২। আসামী বেপরোয়া ও বিপদজনক গতিতে গাড়ী চালিয়ে বেবী টেক্সিকে ধাক্কা মেরে এর চালক কলিমউদ্দিন এর প্রাণ সংহার করেছিল কিনা; এবং* *৩। আসামী সেলিম বেবী টেক্সি তার মিনিবাস দিয়ে ধাক্কা মেরে এর*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ক্ষতিসাধন করেছিল কিনা।

সাক্ষ্য বিশ্লেষণঃ

সরকারপক্ষ মামলা প্রমাণের জন্য মোট ৬ জন সাক্ষী হাজির করেছেন। এই সাক্ষীদের জবানবন্দী বিশ্লেষন করা যেতে পারে।

এক নং সাক্ষী এই মামলার এজাহারকারী তিনি জবানবন্দীতে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা মোটামুটি।

তিন নং সাক্ষী সুভাষ চন্দ্র ভদ্র এ,এস, আই জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ১৫/১০/৯২ ইং তারিখে তিনি রমনা থানায় কর্মরত থাকাকালে মৃত কলিমউদ্দিনের লাস তার ভাই শহর আলীর সনাক্ত মতে সুরতহাল করে। তারপর লাসটি মর্গে প্রেরণ করেন।

চার নং সাক্ষী মোঃ আবুল হোসেন জবানবন্দীতে বলেন যে, তাঁর ছেলে আক্তারুজ্জামান তেজগাঁও পলিটেকনিকে পড়তো। সে হোস্টেলে থাকতো। ছেলেকে দেখার জন্য তিনি তাঁর ভায়রা আঃ খালেক ও আঃ মোতালেবসহ ঢাকা মেট্রো থ-০২-০৪১০ যোগে মিরপুর থেকে আসছিলেন। সাতরাস্তার মোড়ে ডান দিকে যাবার সময় উত্তর দিক থেকে আগত মিনিবাস নং জ-৫৪০৭ এসে টেক্সিকে ধাক্কা মারে। বেবী উল্টিয়ে যায়। তাঁর কলার বোন ভেঙ্গে যায়। এবং অন্যান্য জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। জ্ঞান হারিয়ে ফেলন পুলিশ তাকে হাসপতালে নেয়। বেবী ড্রাইভার গুরুতর হয়। হাসপতালে মারা যায়। দুইদনি পর জ্ঞান ফিরে আসে। ভাল চিকিৎসার জন্য প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করে ভাল হন। মিনিবাসের ড্রাইভার এর দোষে দুর্ঘটনা হয়। সে দ্রুতগতিতে বাস চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়।

পাঁচ নং সাক্ষী আঃ মোতালেব জবানবন্দীতে ৪ নং সাক্ষীর অনুরূপ জবানবন্দী করেন। ঐদিন রাত বারটায় হাসপাতলে তার জ্ঞান ফিরে আসে। তিনিও জখম প্রাপ্ত হন মর্মে জানান।

ছয় নং সাক্ষী আঃ খালেক ৪/৫ নং সাক্ষীর অনুরূপ জবানবন্দী করেন। তিনিও জখমপ্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে জানান, বেবী টেক্সি ভাংচুর হয়েছে মর্মে জানান।

আলোচনা যুক্তি ও সিদ্ধান্তঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়গুলিকে একত্রে আলোচনা করা যেতে পারে। বেবী চালক কলিমউদ্দিন যে দুর্ঘটনায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় না। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট, সুতরহাল রিপোর্ট ইত্যাদি এর পরিষ্কার প্রমাণ, তাছাড়া এই

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রিপোর্টগুলি চ্যালেঞ্জ না হওয়ায় কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি। মিনিবাসটি যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না মর্মে রিপোর্ট দৃষ্টে প্রতীয়মান । এই রিপোর্টটিও চ্যালেঞ্জ না হওয়ায় রিপোর্ট সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়না। বেবী টেক্সি ভাংচুর হয়েছে মর্মে যাত্রীদের বক্তব্য অবিশ্বাস্য করার কোন কারণ ঘটেনি। জব্দ তীলকা বেবী টেক্সি ক্ষতিগ্রস্থতের বর্ণণা পরিষ্কার, জব্দ নামা চ্যালেঞ্জ না হওয়ায় এই বিষয়ে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি। *উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সরকারপক্ষ সাক্ষ্য প্রমান দিয়ে আসামী সেলিমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহীতভঅবে আসামী সেলিম জামিনে গিয়ে পলাতক হওয়ায় সাক্ষীদের বক্তব্য চ্যালেঞ্জ হয়নি।চ্যালেঞ্জ না হওয়ায় সাক্ষীদের প্রত্যেকের বক্তব্য অবিশ্বাস করার কোন কারণ ঘটেনি। তাছাড়া সাক্ষীরা পরস্পর জবানবন্দীতে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে কোন বৈষম্য পাওয়া যায়নি। প্রত্যেকের বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রয়েছে। কোথাও কোন অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়নি। ঘটনার তারিখ ও সময় তাং ঘটনা স্থলের বর্ণনা, সাক্ষীদের বক্তব্যে অভিন্নভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। ৪/৫/৬ নং সাক্ষী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভিটটিম। তাঁরা কিভাবে দুর্ঘটনা হয়েছে তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মিনিবাস চালক তথা আসামী সেলিমের দোষে বেপরোয়া গতিতে গাড়ী চালানোকে দায়ী করেছেন। তাদের বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য। প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই আসামী সেলিমকে দন্ডবিধির ২৭৯/৩০৪ (খ)/৪২৭ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করা গেল অতএব,* ***<u>আদেশ</u>*** *ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৫(২) ধারার বিধানমতে আসামী সেলিমকে দঃবিঃ ২৭৯ ধারার অপরাধের জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড, দঃবিঃ ৩০৪ (খ) ধারার অপরাধের জন্য দুই বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দঃবিঃ ৪২৭ ধারার অপরাধের জন্য এক হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা হলো। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন দন্ডাদেশ পর পর কার্যকরী হবে। আসামী পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে* conviction Warrant *ইস্যু করা হোক। আসামী ধৃত হবার পর থেকে সাজার মেয়াদ চালু হবে। আসামীর জামিনদারগণের বিরুদ্ধে কার্যবিধির ৫১৪ ধারায় প্রসিডিং চালু করা হোক।* Conviction warrant *এর কার্যকারীতা অনুসন্ধানের জন্য পরবর্তী তারিখ ধার্য হলো ১৮/৪/৯৬।* *স্বা- শওকত আলী*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মহানগর হাকিম, ঢাকা। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ মহানগর দায়রা আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোপলিটন ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১১৫৭/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.১১.২০০৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলো।** *আপীলের গ্রহণ যোগ্যতা বিষয় শুনানীর জন্য নথি। শুনিলাম। নথি ও দাখিলী কাগজপত্র আলোচনা ও পর্যালোচনা করিলাম। নথি পর্যালোচনাক্রমে দেখা যায় যে, নিম্ন আদালত আপীলকারী আসামীকে দঃবিঃ আইনের ২৭৯, ৩০৪ (বি) ও ৪২৭ ধারার আওতায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিগত ১৭,১,৯৬ ইং তারিখের রায়ে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ডে প্রদান করিয়াছেন। নথি পর্যালোচনাক্রমে আরো দেখা যায় যে, আপীলকারী আসামী মূল মোকদ্দমার তর্কিত রায়ের ৩৫৬৯ দিন পর অত্র আপীল মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। মেমো অব আপীলের সঙ্গে আপীলকারী পক্ষ তামাদি আইনের ৫ ধারায় আওতায় একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া বিলম্বে মোকদ্দমা দায়েরে ত্রুটি মার্জনা পূর্বক আপীল মোকদ্দমাটি গ্রহণ করার জন্য নিবেদন করিয়াছেন। তামাদি আইনের ৫ ধারার দরখাস্তে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আপীলকারী আসামী পূর্বাপর পলাতক থানার পরও নিম্ন আদালত আসামীর বিরুদ্ধে ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ৮৭ ও ৮৮ ধারার বিধানাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক বিচারকার্য সম্পন্ন করেন নাই। তাহা ছাড়া আসামী মুল মোকদ্দমা সম্পর্কে আদৌ অবগত না থাকায় তিনি নিম্ন আদালতে হাজির হইতে পারেন নাই। ফলে তাহার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু রায়ের সার্টিফাইড কপি দৃষ্টে দেখা যায় যে, আপীলকারী আসামী সেলিম নিম্ন আদালতে হাজির হইয়া জামিনে গিয়া পলাতক হওয়ায় তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। ফলে দেখা যায় যে, আপীলকারীর তামাদি আইনের ৫ ধারার দরখাস্তের বক্তব্য ও রায়ের গর্ভে বর্ণিত বক্তব্য পরস্পর বিপরীতধর্মী। তামাদি আইনের ৫ ধারার দরখাস্তের বক্তব্য রায়ের গর্ভে বর্ণিত বক্তব্য দ্বারা আদৌ সমর্থিত হয়না। আপীলকারী আসামী ৩৫৬৯ দিন বিলম্বে অত্র ফৌঃ আপীল মোকদ্দমা দায়েরের যে কারন উল্লেখ করিয়াছে তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় বিধায় খারিজ করা হইল। অত্র আপীল মোকদ্দমাটি মারাত্মক ভাবে তামাদি দোষে বারিত বিধায় তাহা সরাসরি খারিজ করা হইল।* *স্বা- মোঃ মমিন উল্লাহ* *মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা* *স্বা- মোঃ মমিন উল্লাহ* *মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি খারিজ করা হলো। বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোপলিটন ফৌজদারী আপীল মামলা নং-১১৫৭/০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ৩০.১১.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীদেরকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।